ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

২৯ বর্ষ ২২তম সংখ্যা

১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২২, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাবি'র কর্মসূচী

আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং আগামী ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ২৩ নভেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন সেমিনার কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এক সভায় এ-কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনসহ সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, দফতর প্রধান এবং শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন ও ঢাবি মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় র‍্যালি: "যুদ্ধাপরাধী মুক্ত বাংলাদেশ চাই" শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বের করা হবে বিজয় র‍্যালি। ১ ডিসেম্বর ২০১৫ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জমায়েত হয়ে ১০টা ৩০মিনিটে "বিজয় র‍্যালিটি" অপরাজেয় বাংলা থেকে আরম্ভ হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হবে। এরপর সেখানে সংগীত বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে মুক্তির গান, বিজয়ের গান।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৬টা ১৫মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হলো সত্যের অন্বেষণ করা-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হলো সত্যের অন্বেষণ করা। সত্যান্বেষণের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়। সত্য প্রতিষ্ঠা করতে যদি ১০০ বছর পরও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয় তা গ্রহণ করে। গত ২৭ নভেম্বর ২০১৫ খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ অডিটোরিয়ামে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন খুলনা বিভাগীয় ইউনিটের তৃতীয় বর্ষপূর্তি ও দ্বিতীয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রকীব উদ্দীন আহমেদ, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুস সামাদ, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার নিবাস চন্দ্র মাঝি এবং খুলনা জেলা পরিষদ প্রশাসক শেখ হারুনুর রশিদ। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের খুলনা বিভাগীয় ইউনিটের সভাপতি সাধন রঞ্জন ঘোষ। স্বাগত বক্তব্য করেন সংগঠনের খুলনা বিভাগীয় ইউনিটের মহাসচিব কাজী জুলফিকার আলী।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আরও বলেন, '১৯২১ সালে ১২টি অনুষদে ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ৯০টি অনুষদে ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় দেশ, সমাজ ও মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। ভালোবাসার সূচক দিয়ে র‍্যাংকিং করলে দেখা যাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ই শ্রেষ্ঠ।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মসিউর বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হতে পেরে আমি গর্বিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ করেছে। তিনি আরও বলেন, যে শিক্ষার মধ্যে বিচারবোধ, সততা ও মনুষ্যত্ববোধ থাকে না, সে শিক্ষার মূল্য নেই।'

ফার্মেসী অনুষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

ওষুধ শিল্পের উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-তোফায়েল

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে ঢাবি ফার্মেসী অনুষদের দু'দিনব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব গত ২০ নভেম্বর ২০১৫ কার্জন হল চত্বরে উদ্বোধন হয়। ফার্মেসী শিক্ষার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ফার্মেসী বিভাগ এ উৎসবের আয়োজন করেছে। উৎসব উপলক্ষে কার্জন হল এলাকা মনোরম সাজে সাজানো হয়। নবীন-প্রবীণের মিলনমেলায় পরিণত হয় কার্জন হল চত্বর। দিনভর স্মৃতিচারণ, আড্ডা, ভাব-বিনিময় ও কোলাহলে মেতে ওঠেন অনুষদের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা। দিনশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসবে নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউজিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী এবং ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো: মুস্তাফিজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এমপি দেশে ওষুধ শিল্পের বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, এই শিল্পের উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ওষুধ শিল্পের সম্প্রসারণে শিগ্‌গিরই গ্যাস ইনসেনটিভ প্রদান করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বে ওষুধ শিল্পের বাজার বহুমুখী করতেও সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ১৬০টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ফার্মেসী শিক্ষার পাশাপাশি এর অর্ন্তনিহিত দর্শন নিয়েও ফার্মাসিস্টদের চিন্তা করতে হবে। দক্ষ পেশাজীবী হওয়ার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তিনি ফার্মেসী অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ফার্মেসী বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বারকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন শিক্ষক ও প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেয়া হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারী নির্যাতন রোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে-উপাচার্য

"যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও সব ধরনের সহিংসতামুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই" প্রতিপাদ্য নিয়ে 'নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন প্রতিরোধ মাস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৫ নভেম্বর ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ২০১৫' উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি উদ্বোধনকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারী নির্যাতন রোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে র‍্যালিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ মো. শাইখ ইমতিয়াজসহ বিভাগের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে যদি নির্যাতিত হতে হয়, তবে তা সত্যিই বেদনাদায়ক এবং উদ্বেগের বিষয়। আমরা যে নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা করছি তার শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রত্যেককে নিজেদের বিবেক জাগ্রত করতে হবে। তবে এটাই সত্য যে আলোর পাশে অন্ধকার থাকবেই। সেই অন্ধকারকে দু'হাতে সরিয়ে ফেলতে পারলে মানুষের বিবেক জাগ্রত হবে এবং পরিবারকে নারীর জন্য সুরক্ষিত স্থান হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। সর্বোপরি সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারী নির্যাতন রোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

'মাস্টার অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড বিজনেস' প্রোগ্রাম চালু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগে দুই বৎসর মেয়াদী 'মাস্টার অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড বিজনেস' প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে বিভাগ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ন্যূনতম স্নাতক এবং দুই বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

ভর্তি বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে বিভাগের চেয়ারপার্সনের সাথে dib@du.ac.bd ই-মেইলে যোগাযোগ করা যাবে অথবা ০১৭১২৩১৪১৫৩ ও ০১৯১১০১৫০৫৭ মোবাইল নম্বরেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িকতাই আমাদের শক্তি- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং সেন্টার ফর ইন্টারলিজিয়াস এন্ড ইন্টার কালচারাল ডায়ালগ (সিআইআইডি) এর যৌথ উদ্যোগে "বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ: একটি প্রত্যয় ও প্রত্যাশার মাইমোড্রামা" শীর্ষক এক আলোচনা সভার উদ্বোধন করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'বাঙালি সংস্কৃতিতে মিশে আছে অসাম্প্রদায়িকতা, এটিই আমাদের শক্তি। এই শক্তি ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' গত ১২ নভেম্বর ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বক্তব্য রাখেন সেন্টার ফর ইন্টারলিজিয়াস এন্ড ইন্টার কালচারাল ডায়ালগ-এর পরিচালক ড. ফাজরীন হুদা। বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বর্তমান সময়ে আন্তঃধর্মীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য মানবকল্যাণ। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় পরিলক্ষিত হচ্ছে ধর্মই অধর্মের কারণ। সিরিয়ায় একজন মুসলিম আরেক মুসলিমের উপর হামলা চালাচ্ছে। শরনার্থী হচ্ছে মানুষ। ৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। উপাচার্য আরও বলেন, ধর্মের

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ইকরাম আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। আলোচনা সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী নুরুল ইসলাম। স্বাগত নামে মানুষকে নির্যাতন করা যাবে না। সকল ধর্মের লোকদের সমান অধিকার আছে বাংলাদেশে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তরুণ প্রজন্মকে সত্যিকার অর্থে এই প্রত্যয়ে মানবধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। কোন ধর্মই হত্যা,

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ২৩ নভেম্বর ২০১৫ 'স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন' আয়োজিত 'স্বর্ণকিশোরী কনভেনশন ২০১৫' নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ছবিতে উপাচার্যের সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত স্বর্ণকিশোরীদের দেখা যাচ্ছে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

১ম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, সকাল ৬টা ৩০মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত এবং সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গনস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গনস্থ স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা, সকাল ১১টায় উপাচার্যের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভা। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া।

মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ প্রধান প্রধান ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৬টা ৩০মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত এবং সকাল ৬টা ৩৫মিনিটে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা। বিজয় দিবস উপলক্ষে টিএসসি, কলা ভবন, ও কার্জন হলে আলোকসজ্জা করা হবে। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, হলসমূহে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এছাড়া, বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হবে।

বাঙালি সংস্কৃতির

* ১ম পৃষ্ঠার পর

হানাহানি সমর্থন করে না। বাঙালি সংস্কৃতিতে মিশে আছে অসাম্প্রদায়িকতা, এটিই আমাদের শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, এই চেতনাকে নিয়েই গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশ। সেখানে ধর্মের কোন বিভাজন থাকবে না।

আলোচনা সভা শেষে 'Light Versus Darkness' শীর্ষক একটি মূকনাট্য উপস্থাপিত হয়।

এমএস ইন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের এমএস ইন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম-এর ১১তম ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষা গত ২৭ নভেম্বর ২০১৫ সায়েন্স এ্যানেক্স ভবনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোর্স সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব এবং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আবদুর রব।

অধ্যাপক আনোয়ারা কবির-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আনোয়ারা কবির-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, অধ্যাপক আনোয়ারা কবির একজন মেধাবী শিক্ষক। প্রাণিবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে বিশেষ করে উদ্ভিজ, উদ্ভিদনির্ভর প্রাণি বিষয়ক গবেষণায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভাগে তাঁর অবদান বিশ্ববিদ্যালয় স্মরণ করবে। উপাচার্য মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক আনোয়ারা কবিরের জন্ম ১৯৪০ সালে দিনাজপুর জেলায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে ১৯৫৯ সালে বিএসসি অনার্স এবং ১৯৬০ সালে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে ১৯৭৩ সালে স্বীয় বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন ও ১৯৯৩ সালে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। ২০০৪ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এই বিভাগেরই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এস এম হুমায়ুন কবিরের সহধর্মিনী ছিলেন।

উল্লেখ্য, তিনি গত ২০ নভেম্বর ২০১৫ বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

পরমাণু বিজ্ঞানী সি এস করিমের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি গত ২০ নভেম্বর ২০১৫ রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সি এস করিম বাংলাদেশের কৃষির ফলন বৃদ্ধি ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রায়োগিক চিন্তায় প্রশংসনীয় সাফল্য দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তাঁর অবদান স্মরণীয়। উপাচার্য উল্লেখ করেন ২০০৯ সালে পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে সি এস করিম লিখেছিলেন "স্বপ্নবান এক বিজ্ঞানীর কথা" শীর্ষক একটি গ্রন্থ। নতুন প্রজন্মের কাছে তা এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, সি এস করিম ১৯৪৮ সালের ৭ জানুয়ারি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে রাশিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন ছাড়াও আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন।

অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম একজন মেধাবী শিক্ষক এবং মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তিনি মনোবিজ্ঞান বিষয় ছাড়াও সমাজ, রাজনীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থ রচনা করেছেন। সমাজ মনোবিশ্লেষণে তাঁর প্রবন্ধ, নিবন্ধ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম -এর জন্ম ১৯৫৫ সালে। তিনি ১৯৭০ সালে এসএসসি ও ১৯৭২ সালে এইচএসসি পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে বিএসসি অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং ১৯৭৭ সালে এমএসসি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি ভারতের 'দি জয়াতিরাও ইউনির্ভাসিটি অব বরোদা' থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন ১৯৮১ সালে। ২০০০ সালের আগস্ট মাসে তিনি অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মৃত্যুর আগে তিনি মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো– 'বাংলাদেশ ঃ সন্ত্রাস, রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'বাংলাদেশ ঃ সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা', 'বাংলাদেশ ঃ অন্য আলোয় দেখা'। এছাড়া সমাজ, রাজনীতি ও মনস্তত্ত্বের উপর জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ৪৮টি প্রবন্ধের সংকলক ছিলেন তিনি। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে 'ঢাকা ইউনির্ভাসিটি জার্নাল অব সাইকোলজি' পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, তিনি গত ১৭ নভেম্বর ২০১৫ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি স্ত্রী, এক কন্যা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর দাফন গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জে সম্পন্ন করা হয়।

গোলাম আকবর চৌধুরীর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম আকবর চৌধুরীর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, গোলাম আকবর চৌধুরী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা সেলের অবৈতনিক সদস্য ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর একান্ত অনুসারী গোলাম আকবর প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল, তাঁরই নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিককে হারালো।

উল্লেখ্য, গোলাম আকবর চৌধুরী চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩ নভেম্বর ২০১৫ সোমবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর স্বামী।

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বিশ্ব দর্শন দিবস

অমানুষদের কবল থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে - উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্ব যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বর্বরতা, সহিংসতা, সংঘাত, হত্যাযজ্ঞ চলছে। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করছে। একজন মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়, তাহলে সে কখনও অন্যের অনিষ্ট করতে পারে না। হত্যাকারী বা অনিষ্টকারী অমানুষ। এই অমানুষদের কবল থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে।

উপাচার্য আরও বলেন, পৃথিবীকে শান্তির পৃথিবী বানাতে হলে সকল অপরাধীকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করতে হবে। অশান্তি, সংঘাত, সহিংসতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে নতুন প্রজন্মকে মানবতাবাদী দর্শনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দর্শন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দর্শন সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। আমাদের সকলকে মানবিক দর্শনের চর্চা করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১৯ নভেম্বর ২০১৫ 'বিশ্ব দর্শন দিবস' উপলক্ষে টিএসসি মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। উল্লেখ্য, ইউনেস্কো ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রতি বছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার 'বিশ্ব দর্শন দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়।

দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান। এছাড়া, আরও বক্তব্য রাখেন দর্শন বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ও স্বনামধন্য দার্শনিক অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান, অধ্যাপক ড. নীরুকুমার চাকমা এবং গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক লতিফা বেগম।

ঢাবি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বাঁধন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত 'নবীন বরণ, ডোনার সম্মাননা এবং বিদায় সংবর্ধনা-২০১৫' অনুষ্ঠান গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান এবং বাঁধন হল ইউনিটের উপদেষ্টা ও সহকারী আবাসিক শিক্ষক মায়মুনা আক্তার। ছবিতে অতিথিদের সাথে নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থী এবং ডোনারদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাবি শিক্ষক সমিতি এবং এলকনের মধ্যে চুক্তি সই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের জন্য ধানমন্ডি এলাকায় আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং বৃটিশ কোম্পানি এলকন বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে গত ২৪ নভেম্বর ২০১৫ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম এবং এলকন বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ্যান্টনি জন মোস্‌লে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং এলকন বাংলাদেশ লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর এলকন বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ্যান্টনি জন মোস্‌লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সমঝোতা স্মারকের আওতায় এলকন বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ধানমন্ডি এলাকায় শিক্ষক আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

ঢাবি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং এএফসি হেলথ লিমিটেড-এর মধ্যে গত ৭ নভেম্বর ২০১৫ ম্যাল্টিপারপাস হল নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে অনুষ্ঠিত এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এটি এমবিএ ভবনের ১০ তলায় নির্মিত হবে।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ভারতীয় প্রতিনিধিদল

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ফাদার ফেলিক্স রাজ-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১২ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য ছিলেন - সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ফেরদাউসুল হাসান।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতি বছর কলকাতায় যৌথভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের ব্যাপারেও তারা ঐকমত্য পোষণ করেন।

স্পেনের প্রতিনিধিদল

স্পেনের সান্তিয়াগো কম্পোসতেলা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মসকুয়েরা-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৫ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য ছিলেন অধ্যাপক আম্পারো পোর্তা রিভাস।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং স্পেনের সান্তিয়াগো ইউনিভার্সিটির স্প্যানিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচার বিভাগের মধ্যে চলমান স্পেনের ভাষা বিষয়ক যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত স্পেনের ভাষা বিষয়ক কোর্সের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের দালিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট লি ঝিংজিয়ান-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১৭ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন - এ্যান ঝিংজিন, উ লিহুয়া, ওয়াং ইংগে, লি জিলিং এবং ঝু জিনফেং।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের দালিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক

যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল ইউনিভার্সিটির ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস এন্ড রিসার্চ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফারুক খান গত ২৪ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু সারা শামসুর রউফসহ বিভাগীয় শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশে ফার্মেসি শিক্ষার উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া, অধ্যাপক ড. ফারুক খান ২৫ নভেম্বর ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-এর সম্মেলন কক্ষে 'Promoting Reverse Engineering Technology in Bangladesh: An Aspect of Pharmaceutical Industry-Academia Collaboration" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল

ভারতের অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. অন্নদা চরণ ভগবতীর নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৬ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা ছিলেন - ড. ভগবতীর স্ত্রী পূর্ণিমা ভগবতী, মেঘালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন ড. অলকা শর্মা, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আবু নাসের সাঈদ আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কচি শ্রীকান্ত এবং আইনজীবী মিনাক্ষী রুশি।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেঘালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে শিগ্‌গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

জার্মান প্রতিনিধিদল

জার্মানীর ভুপার্টাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. থর্সটেন বেনটার-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৬ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা ছিলেন - ড. রল্‌ফ কার্টেনব্যাক এবং ড. হেনড্রিক কার্সটেন।

এ সময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: মমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং সেন্টার'-এর আধুনিকায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানীর ভুপার্টাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এলকন বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ্যান্টনি জন মোস্‌লে গত ২৪ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

চীনের দালিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট লি ঝিংজিয়ান-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

স্পেনের সান্তিয়াগো কম্পোসতেলা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মসকুয়েরা-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৫ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য ছিলেন অধ্যাপক আম্পারো পোর্তা রিভাস।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ফাদার ফেলিক্স রাজ-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১২ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল ইউনিভার্সিটির ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস এন্ড রিসার্চ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফারুক খান গত ২৪ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় উপাচার্য অতিথিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রেস্ট উপহার দেন।

জার্মানীর ভুপার্টাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. থর্সটেন বেনটার-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৬ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। এ সময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. অন্নদা চরণ ভগবতীর নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৬ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

ভারতের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্টার ও বিশিষ্ট গবেষক ড. উৎপল ভট্টাচার্য ১২ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

'রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির মাধ্যমে ওষুধের বাণিজ্যিক উৎপাদন' শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস মিলনায়তনে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ "বাংলাদেশে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির মাধ্যমে ওষুধের বাণিজ্যিক উৎপাদনের সম্ভাবনা: ওষুধ কোম্পানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীদারিত্ব" শীর্ষক তিনদিন-ব্যাপী একটি সেমিনারের উদ্বোধন করা হয়। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ঢাবি'র প্রাক্তন উপাচার্য ও ইউজিসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস এন্ড রিসার্চ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: ওমর ফারুক খান, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: সাইফুল ইসলাম, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: সেলিম রেজা, ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মেহেদি মাসুদ, ইউনিম্যাড এন্ড ইউনিহেল্থ ম্যানুফেকচারার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম মোসাদ্দেক হোসেন এবং ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু সারা শামসুর রউফ।

সেমিনারে "Promoting Reverse Engineering Technology in Bangladesh: An Aspect of Pharmaceutical Industry-Academia Collaboration" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস এন্ড রিসার্চ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: ওমর ফারুক খান।

ঢাবি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের ভর্তি কার্যক্রম শুরু ৭ ডিসেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি (ইউল্যাব) স্কুল ও কলেজ-এর ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কে.জি (বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজী ভার্সন) অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে (সীমিত সংখ্যক- বাংলা মাধ্যম) এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে (সীমিত সংখ্যক- ইংরেজী ভার্সন) ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ শুরু হবে আগামী ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ থেকে এবং চলবে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত। আবেদন ফরম গ্রহণ করা হবে ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। শুক্রবার এবং সরকারি ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন সকাল ৯:০০টা থেকে দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত নির্ধারিত দিনে এই কার্যক্রম চলবে। কে.জি শ্রেণীতে ভর্তির বয়সসীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ৪ বৎসর ৬ মাস থেকে ৫ বৎসর ৬ মাস হতে হবে।

লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২ জানুয়ারি ২০১৬ কে.জি অভ্যন্তরীণ সকাল ৯:০০টা, কে.জি বহিরাগত সকাল ১০:৩০টা এবং কেজি ইংরেজি ভার্সন সকাল ১১:০০টা। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর (ইংরেজী ভার্সন) এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা ৬ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল ৯:০০টায় অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য www:deb108362.dhakaeducationboard.gov.bd ওয়েবসাইটে জানা যাবে।

সংগীত বিভাগে দু'দিনব্যাপী সংগীত উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী সংগীত উৎসব গত ১৭ নভেম্বর ২০১৫ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে 'উৎসব র‍্যালি' বের করা হয়। পরে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কুহেলী ইসলাম।

সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি সুস্থ সমাজ গঠনে ঘরে ঘরে সংস্কৃতি চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ শুধু রাজনীতির মাধ্যমে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। এজন্য সাংস্কৃতিকবোধ সম্পন্ন জাতি গঠন জরুরী। শিশুদের সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়াতে সরকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিকমানের অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ঢাকাকে অচিরেই দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাঙালি সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শিল্পী, কলা-কুশলীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই সুস্থ জাতি গঠন করা সম্ভব। তিনি প্যারিসের সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডের ঘটনা তুলে ধরে বলেন, মানবিকবোধ শূণ্য অমানুষরাই এ ধরণের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তিনি সাংস্কৃতিকবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, এ বছর উৎসবের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান (১৯৫৬-২০১০)'। দু'দিনব্যাপী উৎসবে দেশবরেণ্য গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- প্রয়াত খান আতাউর রহমান, প্রয়াত সত্য সাহা, প্রয়াত সুবল দাস, রবিন ঘোষ, খন্দকার নূরুল আলম, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, আলী হোসেন, কেজি মোস্তফা, আজাদ রহমান, আলম খান, শেখ সাদী খান, আলাউদ্দিন আলী, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল এবং মুনিরুজ্জামান মুনির।

অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার অব ইকোনমিক্স ফর প্রফেশনালস প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট বিতরণ

ঢাবি অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার অব ইকোনমিক্স ফর প্রফেশনালস প্রোগ্রাম-এর প্রথম ব্যাচের কোর্স সমাপন ও সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠান গত ১৯ নভেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

মাস্টার অব ইকোনমিক্স ফর প্রফেশনালস প্রোগ্রাম-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. বরকত-এ-খোদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর অধ্যাপক ড.আতিউর রহমান সম্মানিত অতিথি এবং ঢাবি প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সত্যের সৈনিক হিসাবে কাজ করার জন্য গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। তাই গ্র্যাজুয়েটদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সততার স্বাক্ষর রাখতে হবে এবং দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রথম ব্যাচে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩৫জন কর্মকর্তা দু' বছর মেয়াদী মাস্টার অব ইকোনমিক্স ফর প্রফেশনালস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

সাংবাদিক তোয়াব খানকে আজীবন সম্মাননা এবং ঢাবি'র ৫ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান

দেশে সাংবাদিকতা পেশার উন্নয়নে অনন্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক তোয়াব খানকে "আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট আজীবন সম্মাননা" প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৫ সালের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "আতাউস সামাদ স্মারক বৃত্তি" প্রদান করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ২২ নভেম্বর ২০১৫ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সম্মাননা ও বৃত্তি প্রদান করেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আতাউস সামাদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত সাংবাদিক এবিএম মুসা অর্থ প্রদান করেছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। 'আতাউস সামাদ : এক কীর্তিমান সাংবাদিক' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রয়াত সাংবাদিক আতাউস সামাদের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য তরুণ গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সত্য প্রকাশ করাই সাংবাদিকতা পেশার মূলনীতি। তাই সমাজের সত্য প্রকাশের জন্য সংবাদকর্মীদের নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। সত্যান্বেষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আতাউস সামাদ স্মারক বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন - মো: শরিফুল ইসলাম, আনন্দ কুমার শীল, ফারজানা আকতার, ফাহিমা আকতার কচি এবং দুলাল সমদ্দার।

১৫ শিক্ষার্থীর 'অধ্যাপক আবদুল মুকতাদির স্মারক' বৃত্তি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ সম্মান শ্রেণির ১১ জন এবং মাস্টার্সের (জৈব রসায়ন) ৪জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক আবদুল মুকতাদির স্মারক' বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১২ নভেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে এই বৃত্তির টাকা বিতরণ করেন।

এ সময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, রসায়ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, বৃত্তি তহবিলের দাতা অধ্যাপক ড. আবদুল মোনায়েম ও আবদুল মতিন এবং রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক আবদুল মুকতাদি-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী আছে, যারা বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তি লাভ করে লেখাপড়া চালিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় সহায়তার জন্য 'অধ্যাপক আবদুল মুকতাদির স্মারক' বৃত্তি তহবিল প্রতিষ্ঠা করায় দাতাদের এবং তাদের পরিবারবর্গকে ধন্যবাদ জানান।

'অধ্যাপক আবদুল মুকতাদির স্মারক' বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - মো: আমজাদ হোসাইন, সালমা বেগম, আ. য. ম. মইনুল ইসলাম মজুমদার, মো: আতাউর রহমান, রাশেদ আহম্মদ, লিনিয়া তাসনিম, মো: হাসানুর রহমান, ফারহা জেবা, মো: আমজাদ হোসাইন, মাকসুদা পারভীন এবং নাবিলা নবী নোভা। মাস্টার্সের (জৈব রসায়ন) বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- সাদিয়া আফরিন ছন্দা, অনামিকা সাহা, নিয়ামত এ খুদা এবং আতাউল কবির। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সদাচরণ, ক্লাশে নিয়মিত উপস্থিতি এবং লেখাপড়ায় সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য প্রত্যেককে ১২,০০০/- টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ঢাবি এবং বিসিএএস-এর মধ্যে চুক্তি সই

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস)-এর মধ্যে গত ১৬ নভেম্বর ২০১৫ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: কাউসার আহাম্মদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং বিসিএএস-এর ফেলো ড. মো: আবু সৈয়দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় সমুদ্র গবেষণার ক্ষেত্রে সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিসিএএস একযোগে কাজ করবে। উভয় প্রতিষ্ঠান দেশের জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, বঙ্গোপসাগর ও দেশের উপকূলীয় এলাকার সমুদ্র সামুদ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসহ জলবায়ু পরিবর্তনের সার্বিক চিত্র বোঝা এবং এ সংক্রান্ত পূর্বাভাস প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও তারা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বিসিএএস কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে দেশের জলবায়ু ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দিনব্যাপী বোস সেমিনার

ঢাবি বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সাইন্সেস-এর উদ্যোগে "New Topological States of Quantum Matter" শীর্ষক দিনব্যাপী বোস সেমিনার গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহিদ হাসান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া, ঢাবি বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আবদুল আজিজ ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. এ এম হারুন-অর-রশিদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সাইন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বমানের বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আরও মনোযোগী হতে হবে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫